ঢাকার ফুটপাতে প্রতিদিন ২৫ লাখ টাকা চাঁদাবাজি

বসুন্ধরা সিটিতে প্রতি বর্গফুটের মাসিক ভাড়া ৭৫ টাকা

ফুটপাতে প্রতি বর্গফুটের মাসিক ভাড়া ৩৩৩ টাকা !

খোন্দকার তাজউদ্দিন ও মাহমুদ রাজু

‘বউয়ের গহনা বিক্রি করা টেকা পুলিশকে দিয়ে ব্যবসার কাজ শুরু করি। পুরা টেকা দিতে পারি নাই। খেদায়ে দিছিল। পরে অনেক কষ্ট করে বাড়ি থেকে সুদে টেকা এনে পুলিশকে দিয়েছি। তার পরে চৌকিতে বসতে দিছে। এখন প্রতিদিন বিএনপির চাঁদাবাজরা দলের নামে ৫০ টাকা করে চাঁদা নিয়ে যায়। না দিলে চৌকি উঠায়ে দিবে। তাই প্রতিদিন চাঁদার টাকা পূরণ করি। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত বলে কোনো কথা নেই। চাঁদার টাকা দিতেই হইব। তার ওপর দুই ঈদে কিছু এক্সট্রা বকশিশ দিতে হয়। আমাদের তো কেউ কোনো দিন বকশিশ দিল না।’

এই হচ্ছে রাজধানী ঢাকার ফুটপাত দেকানদারদের জীবনের বাস্তব চিত্র। নানা বাহারি পণ্যের পসরা সাজিয়ে এরা বসে ফুটপাতে। দৈনন্দিনের কাঁচা বাজার, সুঁচ-সুতা থেকে শুরু করে বিদেশী দামি পারফিউম বা পোশাক সবকিছুই পাওয়া যায় এখানে। একটি পরিসংখ্যান বলছে, রাজধানীর ব্যস্ত এলাকাগুলোর ফুটপাত প্রায় ৫০ হাজার দোকানের দখলে। ফুটপাত তৈরি করা হয়েছে, পথচারীদের হাঁটার জন্য। কিন্তু তা হকারদের দখলে। গ্রাম-গঞ্জ থেকে উঠে আসা এই দরিদ্র হকাররা এক কোটি নগরবাসীকে জিম্মি করে কিভাবে দখল করে আছে ফুটপাত! দৃশ্যত ফুটপাতের দখলদার এই হকারদের মনে হলেও আসলে সরকারি দলের ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠা কিছু চাঁদাবাজ ফুটপাত দখল করে তা হকারদের কাছে ভাড়া দেয়। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ফুটপাতের দখলদারেরও পরিবর্তন হয়। যেমন আগে ছিল আওয়ামী লীগ চাঁদাবাজদের দখলে, এখন বিএনপি চাঁদাবাজদের। এই চাঁদাবাজদের কারো সামাজিক পরিচয় স্থানীয় কমিশনার, কেউ স্থানীয় বিএনপি, ছাত্রদল বা যুবদলের নেতা।

¸wj¯'v‡bi dUcvZ¸‡jv Gf‡eB nKvi‡`i `L‡j

চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে টোকেন এখন ব্যবহার করা হচ্ছে না। স্থায়ী হকারদের জন্য মাসিক কিস্তি এবং অস্থায়ী ভাসমান হকারদের জন্য দৈনিক চাঁদা পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। তবে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ফুটপাত নিয়ন্ত্রণকারী চাঁদাবাজরা দৈনিক পদ্ধতিতেই চাঁদা আদায় করছে। তবে প্রথমে দোকান নেয়ার সময় পজেশন হিসেবে ১০ থেকে ২০ হাজার টাকা করে দিতে হয় প্রত্যেক হকারকে।

চাঁদা না দিতে পারলে দোকান থেকে উঠিয়ে দেয়া হয়। সে ক্ষেত্রে নতুন হকার বসিয়ে তার কাছ থেকে আবার পজেশন মানি নেয়া হয়। সাধারণত ফুটপাতে যে হকার পণ্য বিক্রি করে, তারা সবাই চাঁদার টাকা সময় মতোই পরিশোধ করে দেয়। আর ব্যবসা করতে না চাইলে, সেটাও জানিয়ে দেয় আগে থেকেই।

গুলিস্তান বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে শার্ট বিক্রেতা মইনুল হোসেন জানালেন, ‘প্রতিদিন চাঁদা দিতে হয় ১০০ টাকা। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আমাদের ক্ষুদ্র আয়ের লোকদের যদি প্রতিদিন ১০০ টাকা করে দিতে হয়- তাহলে সংসার চালাবো কিভাবে? আমাদের দুঃখের কথা চাঁদাবাজরা বুঝতে চায় না। বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে ফল বিক্রেতা মোয়াজ্জেম বললেন, ‘প্রতিদিন লাইনম্যান ইউনুস ৫০ টাকা করে চাঁদা নিয়ে যায়। এ টাকা নাকি বিএনপির উন্নয়ন ফান্ডে জমা দেয় বসের (কমিশনার চৌধুরী আলম) নির্দেশে। রিসিট চাইলে দেয় না। তার ওপর ট্রফিক পুলিশ দৈনিক ২০ টাকা নিয়ে যায়। এ রকম শোষণ জন্মে কোনো দিন দেখি নাই। গরিবের ট্যাকা লুটপাট করে ওরা বড়লোক হচ্ছে। আল্লায় তা সহ্য করবো না।’

ফার্মগেটের হকার সবজি বিক্রেতা গিয়াস উদ্দিন এবং মাছ বিক্রেতা মন্টু মিয়া বললেন, ‘প্রতিদিন চাঁদা দিতে হয় ১০০ টাকা। শীর্ষ সন্ত্রাসী জাকির এবং আশিকের লোকজন এসে টাকা নিয়ে যায়। পুলিশ সব জানে। তার পরেও কিছু বলে না। পুলিশ মাঝে মাঝে সরাসরি টাকা নেয়।’

কারওয়ান বাজারের ফুটপাতের চাঁদা আদায়কারী লাইনম্যান হারুন জানালেন, ‘যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন তাদের লোকজন ফুটপাত নিয়ন্ত্রণ করে।

এখন বিএনপি ক্ষমতায়, আমরা চাঁদা নিচ্ছি। আবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে তাগো লোকজন চাঁদা নিবে। এতে দোষের কিছু নাই। চাঁদা না তুললে লিডাররা চলবে কেমনে।' এ প্রসঙ্গে লিডারদের নাম জানতে চাইলে হারুন বলেন, 'লিডার জেলে আছে। তার নাম বলা যাবে না।'

শুনতে অবাক লাগলেও তথ্যটি সত্য, দেশের সবচেয়ে বিলাসবহুল শপিংমল 'বসুন্ধরা সিটি'র চেয়ে ফুটপাতের দোকানের মাসিক ভাড়া চারগুণেরও বেশি। বসুন্ধরা সিটির দ্বিতীয় তলায় একটি রেডিমেড গার্মেন্টস শপ 'আবেদিনস'। ১৬০ বর্গফুটের এই দোকানটির মাসিক ভাড়া ১২ হাজার টাকা। সে হিসাবে প্রতি বর্গফুটের মাসিক ভাড়া ৭৫ টাকা। অথচ ফুটপাতে ৯ বর্গফুটের একটি দোকানের দৈনিক ভাড়া ১০০ টাকা, মাসে ৩ হাজার টাকা। সে হিসাবে প্রতি বর্গফুটের মাসিক ভাড়া ৩৩৩ টাকা।

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার ফুটপাত দখলে নিয়ে চলছে জমজমাট ব্যবসা। প্রতিদিন আয় হচ্ছে লাখ লাখ টাকা। এ টাকার সিংহভাগ পাচ্ছে ছাত্রদল, যুবদল, স্থানীয় কমিশনার, বিএনপি নেতা এবং পুলিশ। এসব ফুটপাতে গড়ে উঠেছে চাঁদাবাজদের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। ঢাকার ৮টি আসনের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এরা সংঘবদ্ধভাবে কাজ করছে।

দৈনিক ২৫ লাখ টাকা চাঁদাবাজি

ঢাকা শহরের গুলিস্তানেই রয়েছে প্রায় ৭ হাজার ফুটপাত-দোকান। দেড় হাত প্রস্থ ও ৩ হাত দৈর্ঘ্য চৌকি দোকানের জন্য অগ্রিম দিতে হয় ২০ হাজার টাকা। অর্থাৎ দোকানের লোকেশন বুঝে পেতে এ টাকা দিতে হয়। টাকা নিয়ে থাকে স্থানীয় লাইনম্যান এবং পুলিশ। প্রতিমাসে শুধু গুলিস্তান স্পট থেকে তাদের আয় ১ কোটি ৫০ লাখ টাকা। প্রতি বছর এই স্পট থেকে আয় ১২ কোটি ৬০ লাখ টাকা। মতিঝিল স্পট থেকে প্রতিমাসে ফুটপাত ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে আয় করা হয় ৮০ লাখ টাকা। প্রতিবছর এই স্পট থেকে চাঁদা বাবদ আয় হয় ৯ কোটি ৬০ লাখ টাকা। ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার থেকে প্রতিমাসে চাঁদা বাবদ আয় হচ্ছে প্রায় ৫০ লাখ টাকা। ঢাকা শহরের গুলিস্তান, মতিঝিল, ফার্মগেট, পুরানা পল্টন, নীলক্ষেত, ফকিরাপুল, মিরপুরসহ রাজধানীব্যাপী প্রায় ৫০ হাজার ফুটপাত-দোকান রয়েছে। প্রত্যেক দোকান থেকেই ৫০ থেকে ১০০ টাকা চাঁদা আদায় করা হয়। বছরব্যাপী ঢাকা শহরের ফুটপাত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে গড় চাঁদাবাজি করা হয় ৯০ কোটি টাকা। সে হিসাবে দৈনিক ২৫ লাখ টাকা চাঁদা আদায় হয় রাজধানীর ফুটপাত থেকে। এ টাকার একটি অংশ পায় পুলিশ, সিংহভাগই পায় সরকারি দলের নেতা-কর্মীরা।

ফুটপাত তৈরি করা হয়েছে, পথচারীদের হাঁটার জন্য। কিন্তু তা হকারদের দখলে...

স্পট : গুলিস্তান

রাজধানী ঢাকার ফুটপাতের দোকানের স্বর্গভূমি গুলিস্তান। বায়তুল মোকাররম, গুলিস্তান, পল্টন এলাকার ফুটপাত দখল করে রেখেছে ক্ষুদ্র আয়ের ব্যবসায়ীরা। এ এলাকার ফুটপাতে শীর্ষ চাঁদাবাজ সিটি কর্পোরেশনের ৫৪ নং ওয়ার্ড কমিশনার বিতর্কিত বিএনপি নেতা চৌধুরী আলম। ফুটপাত থেকে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার ক্ষুদ্র দোকানের টাকা আদায় করার জন্য তার রয়েছে ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট লাইনম্যান কমিটি। পেটকাটা বাবু, কানা সেলিম, বোমা মান্নান, রশিদ, মুন্না এর নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। ফুটপাত থেকে উত্তোলন করা টাকা প্রথমে জমা দেয়া হয় স্থানীয় বিএনপি নেতা মোঃ আব্দুল হান্নানের কাছে। এরপর হাত ঘুরে চলে যায় কমিশনার চৌধুরী আলমের কাছে। বিষয়টি অনেকটা ওপেন সিক্রেট। এখানে দোকানপ্রতি ৫০ থেকে ১০০ টাকা চাঁদা আদায় করা হয়।

ফুটপাত দখল এবং চাঁদাবাজির ব্যাপারে কমিশনার চৌধুরী আলম সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমি বা আমার দলের ছেলেরা ফুটপাত দখল বা চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত নই। গুলিস্তানে আওয়ামী লীগের কার্যালয় রয়েছে। ছাত্রলীগ-যুবলীগের ছেলেরা ফুটপাতে চাঁদাবাজি করে। তিনি ছাত্রলীগ-যুবলীগের ছেলেদের নাম প্রকাশ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।'

একইভাবে বিএনপি নেতা আব্দুল হান্নান ফুটপাত দখল এবং চাঁদাবাজির বিষয়টি অস্বীকার করেন।

স্পট : ফার্মগেট

রাজধানীর ব্যস্ততম এলাকাগুলোর মধ্যে ফার্মগেট অন্যতম। ফার্মভিউ সুপার মার্কেট, আনন্দ সিনেমা হল, তেজগাঁও কলেজ, ইন্দিরা রোড এলাকার ফুটপাত নিয়ন্ত্রণ করে রাজধানী ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী সুইডেন আসলামের ছোট ভাই তেজগাঁও থানার শীর্ষ সন্ত্রাসী জাকির। তার পরিচালিত সন্ত্রাসী বাহিনীর মধ্যে তারেক, আদিল, মুন্না, যুবায়ের, পার্থ, টিটু লাইনম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। প্রতিদিন দোকানপ্রতি ৫০ টাকা চাঁদা আদায় করে। ফার্মগেটের পূর্ব পাশের এলাকার ফুটপাত নিয়ন্ত্রণ করে কারওয়ান বাজারের উদীয়মান শীর্ষ সন্ত্রাসী আশিক। পিচ্চি হান্নান মারা যাবার পর এল রহমান ও নবী সোলায়মান জেলে থাকায় আশিক এককভাবে ফার্মগেটের পূর্ব পাশ এবং কারওয়ান বাজারে চাঁদাবাজি করে। দখলে নিয়েছে এলাকার ফুটপাতগুলো। তার চাঁদাবাজির লাইনম্যান হিসেবে কাজ করে কুদ্দুস, শাহ আলম, পলাশ, মনা, সাঈদ, আমিন মেম্বার, ইয়াকুব, খোরশেদ, হারুন চৌধুরী, কাঞ্চন মিয়া ও আমিনুল।

ফার্মগেট, ইন্দিরা রোড এবং কারওয়ান বাজারের ফুটপাত থেকে লাইনম্যানরা প্রত্যেক দোকানপ্রতি ৩০, ৫০ ও ১০০ টাকা হারে চাঁদা নিয়ে থাকে। এ এলাকায় প্রায় ৩ হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ফুটপাতে ব্যবসা করে।

স্পট : মতিঝিল

মতিঝিল-দিলকুশা এলাকার অধিকাংশ ফুটপাত দখল করে রেখেছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা। এ এলাকায় প্রায় সাড়ে ৩ হাজার দোকান রয়েছে। এখানে ফুটপাতের দোকান বা ফুটপাতের চৌকিপ্রতি ৫০ থেকে ১০০ টাকা চাঁদা দিতে হয়। এ এলাকার ফুটপাতের চৌকিতে বেচাকেনা বেশি হওয়ায় চাঁদার টাকার বিরাট অংশ চলে যায় মতিঝিল থানায়।

এখানকার চাঁদাবাজির মূল গডফাদার ৩২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবু ইকবাল, মতিঝিল-দিলকুশা, দৈনিক বাংলা, স্টেডিয়ামের পূর্ব পাশে তার একচ্ছত্র আধিপত্য। এ কাজে সহযোগিতা করে

তাহের, হারুণ, মানিক প্রমুখ। ফুটপাত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে লাইনম্যান হিসেবে চাঁদা আদায় করে টিটভ, শাহীন, নিলয়, জাকির, রনি, ইকবাল প্রমুখ। ৩২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আবু ইকবাল সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমি বা আমার ছেলেরা কেউই ফুটপাত দখল এবং চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত নই।'

স্পট : পুরান ঢাকা

পুরান ঢাকার সদরঘাট, বাদামতলী, তাঁতীবাজার, ইসলামপুর, পাটুয়াটুলি, কলতাবাজার, বাংলাবাজার, রায়সাহেব বাজার, জনসন রোডসহ সংলগ্ন এলাকার ফুটপাতে চাঁদাবাজি করে শীর্ষ সন্ত্রাসী হাবিব ওরফে ভুয়া হাবিব, শোয়েব ওরফে ল্যাংড়া শোয়েব, সূত্রাপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসী টাক্কু রিপন, ডাকাত শহীদ প্রমুখ। এদের লাইনম্যান হিসেবে কাজ করে জিয়া উদ্দিন, মনির হোসেন, সোলায়মান, ঘেসু, শাওন, আরাফাত টিপু, টিটু ও জুনায়েদ। প্রতিদিন এ এলাকা থেকে লাখ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করা হয়। স্থানীয় বিএনপি যুবদল ছাত্রদলের নেতারা এ টাকার ভাগ পেয়ে থাকে।

স্পট : মিরপুর-১

মিরপুর এক নম্বর গোলচক্কর, মুক্তিযোদ্ধা মার্কেট, সংলগ্ন কাঁচাবাজার, হজরত শাহ আলী মাজার সংলগ্ন ফুটপাত থেকে চাঁদাবাজি করে মিরপুরের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী পাভেল, সাগর, খোরশেদ, ভাগ্নে মুকুল, শাহাদাৎ, পিয়াল প্রমুখ। এখানে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতাদের পাশাপাশি পুলিশও চাঁদা পেয়ে থাকে।

স্পট : যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা

যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তার চারপাশের ফুটপাত দখলকারী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা তোলে সন্ত্রাসী লিমন, শাহবাজ, ফরিদ, পল, মাসুদ প্রমুখ।

স্থানীয় বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদল নেতারা এর ভাগ পেয়ে থাকে। এর বিরাট একটা অংশ পায় পুলিশ।

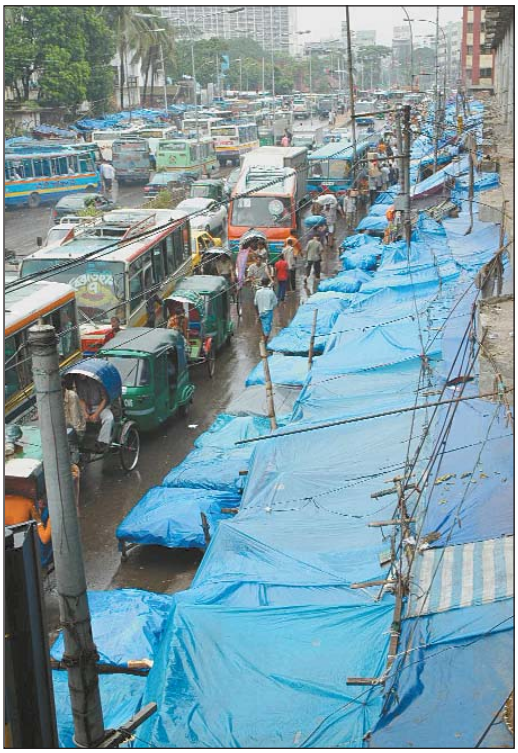

স্পট : ঢাকা কলেজ-নিউমার্কেট-নীলক্ষেত

ঢাকা কলেজ, নিউমার্কেট এবং নীলক্ষেত জুড়ে ফুটপাতের ব্যবসায়ীদের ছড়াছড়ি। ঢাকা কলেজের প্রবেশদ্বার থেকে সায়েন্স ল্যাবরেটরি পর্যন্ত রাস্তার উভয় পাশে ফুটপাত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা। ঢাকা কলেজের ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে দিপু, শাহেদ, হারুন এবং মনির মূল চাঁদাবাজির নেতৃত্ব দেয়। এছাড়া রুহুল, কাউসার, মামুন গ্রুপ বলাকা সিনেমা হল থেকে রাফিন প্লাজা পর্যন্ত ফুটপাতে পসরা সাজানো হাকারদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করে। সম্প্রতি এ এলাকার ফুট ব্যবসায়ীরা ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি জাহিদ এবং সাধারণ সম্পাদক সুজনের সঙ্গে প্রতিদিনের বদলে মাসোয়ারা চুক্তি সম্পাদিত করেছে। বিনিময়ে অন্যান্য চাঁদাবাজের হাত থেকে তারা হকার এবং দোকানদারদের রক্ষা করে থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নীলক্ষেত এলাকার ফুটপাত এখন প্রায় গ্রাস হয়ে গেছে। এ এলাকার ফুটপাতের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে মুহসীন হল ছাত্রদলের সঙ্গে ঢাকা কলেজ ছাত্রদলের দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলে আসছে।

মুহসীন হল ছাত্রদলের সভাপতি আপেল এবং সাধারণ সম্পাদক এহতেশাম নীলক্ষেত এলাকার ফুটপাতে ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ঢাকা কলেজ, নিউমার্কেট এবং নীলক্ষেত এলাকায় প্রায় ২ হাজার দোকান রয়েছে। এসব দোকান থেকে প্রতিদিন ৫০ টাকা করে চাঁদা আদায় করা হয়। এর একটি অংশ পুলিশ পায় বলে জানা গেছে।

> 'যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন তাদের লোকজন ফুটপাত নিয়ন্ত্রণ করে...

ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন এলাকার ফুট ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করতো মোহাম্মদপুর থানা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক তপু এবং ছাত্রদল নেতা সন্ত্রাসী রাজীব। তাদের সহযোগী হিসেবে কাজ এখন করে আবুল, সোহেল, মাসুদ, রানা, সাইফুল, শাহাদাৎ।

স্পট : মালিবাগ ফুটপাত

ফুটপাতের দোকানদারদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এখানে পুলিশ ছাড়া অন্য কেউ চাঁদাবাজি করে না। এখানে হকারদের দৈনিক বিক্রির পরিমাণ ৮০০ থেকে ১৩০০ টাকা। চাঁদা দিতে হয় ঝালমুড়িওয়ালা বা ছোলা বিক্রেতাদের দৈনিক ৩০ টাকা এবং চৌকি পেতে বসা জামা-কাপড় বা অন্যান্য হকারদের ৮০ থেকে ১০০ টাকা। অনিক নামের একজন লাইনম্যান প্রতিদিন এ চাঁদা তোলার দায়িত্ব পালন করেন। অনিকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে তিনি নিজেকে পুলিশের সোর্স বলে পরিচয় দেন এবং চাঁদাবাজির ব্যাপারে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানান। তবে হকাররা চাঁদা তোলার বাইরে তার অন্য কোনো পরিচয় সম্পর্কে জানেন না বলে জানান।

ফুটপাতে পুলিশের চাঁদাবাজি প্রসঙ্গে ট্রাফিক সহকারী কমিশনার সালাউদ্দিন কোনো মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেন। বক্সের পুলিশ পরিদর্শক আরশাদ উল্লাহ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ফুটপাত থেকে রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরাই চাঁদাবাজি করে থাকে। পুলিশের চাঁদাবাজির ব্যাপারে তিনি কোনো মন্তব্য করেননি।'

ফুটপাত ব্যবসায়ীদের গড় আয়

হকারদের মধ্যে পণ্য বিক্রির ওপর তাদের গড় আয় নির্ভর করে। হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, বায়তুল মোকাররম, কাটাবন এলাকায় ফল বিক্রেতাদের দৈনিক গড় আয় ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দেড় থেকে দুই হাজার টাকা। মতিঝিল, পল্টন, গুলিস্তান, ফার্মগেট কাপড় বিক্রেতাদের গড় আয় দেড় থেকে ২ হাজার টাকা। ইন্দিরা রোড, তেজকুনী পাড়া, নাখাল পাড়া, রেললাইন, মুগদাসহ অন্যান্য এলাকায় সবজি, মাছ বিক্রেতাদের গড় আয় এক থেকে দেড় হাজার টাকা।

দোকানে পণ্য আনার জন্য নির্দিষ্ট লোক থাকে। কাপড় বিক্রেতাদের সম্পর্ক রয়েছে বিভিন্ন গার্মেন্টসের সঙ্গে। সেখান থেকে বিদেশী ব্র্যান্ডের যেকোনো শার্ট-প্যান্ট বাংলাদেশী অনুকরণ করে কম দামে বিক্রি করা। কাঁচা জিনিসপত্রের চালান আসে কারওয়ান বাজার থেকে। এখানে ক্রেতারা রাত ১২টার পর থেকে সকাল পর্যন্ত কাঁচা পণ্য দ্রব্য কিনে নিয়ে যায়।